আসমাউল হুসনার আবজাদ রহস্য ও আপনার নামের গোপন কোড

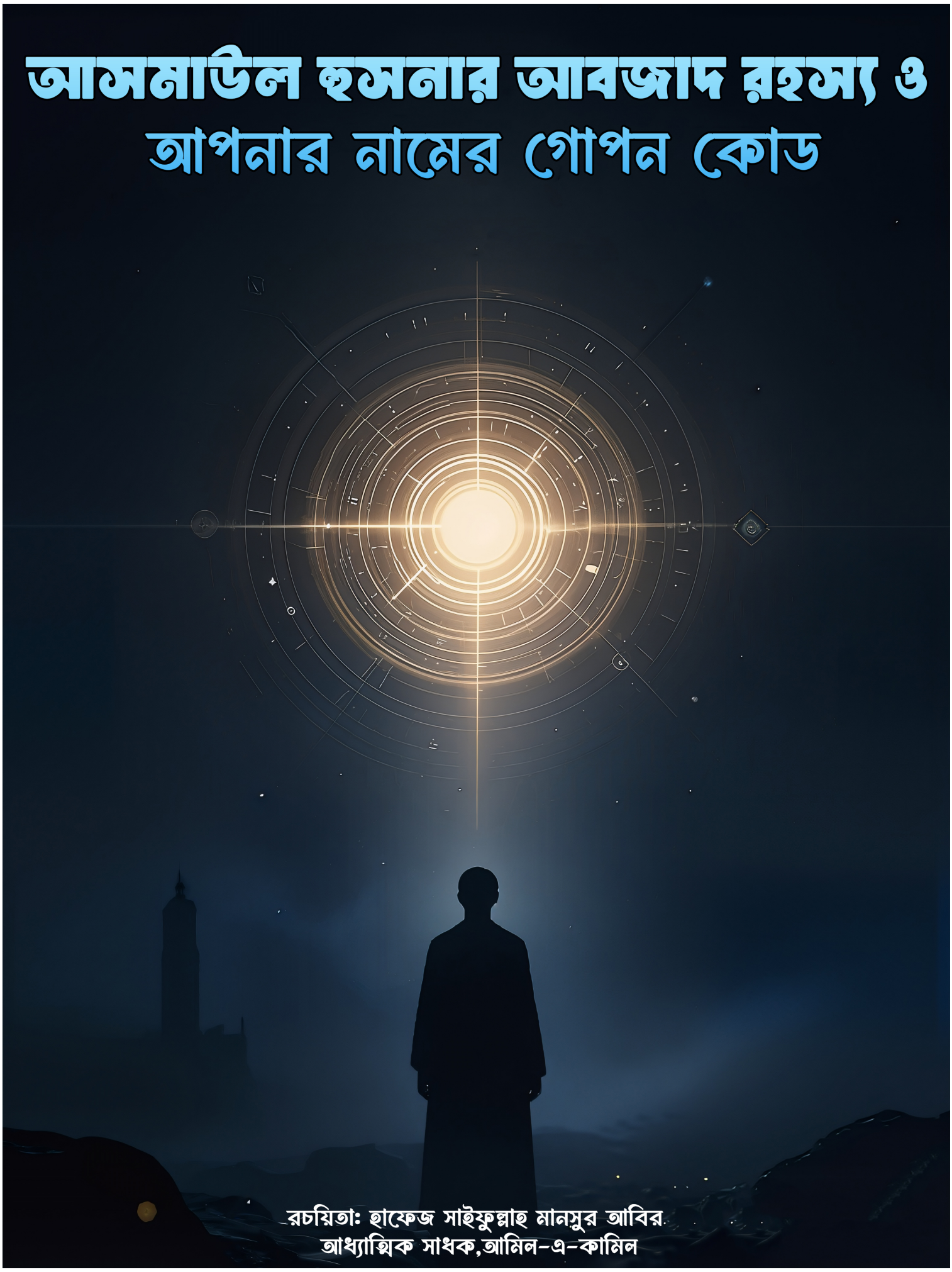

রচয়িতাঃ হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

আসমাউল হুসনার আবজাদ রহস্য ও আপনার নামের গোপন কোড

ভূমিকা:

আপনার নামের ভেতরে কি এমন কোনো গোপন চাবি লুকিয়ে আছে যা দিয়ে আসমানের দরজা খোলা সম্ভব? আপনি কি জানেন, মহান আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নামের মধ্যে একটি বিশেষ নাম ঠিক আপনার রুহের সাথে, আপনার ডিএনএ-এর সাথে কম্পন সৃষ্টি করছে যা আপনি আজও জানেন না?

এই গোপন ইলম বা জ্ঞান কোনো সাধারণ অংক নয়, এটি এমন এক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান যা হাজার বছর ধরে গোপন রাখা হয়েছে শুধু বিশেষ কিছু মানুষের জন্য।আজ এই ভিডিওতে আমি সেই নিষিদ্ধ ও গোপন সিন্দুকটি খুলতে চলেছি,

যেখানে আবজাদ সংখ্যার মাধ্যমে আপনি খুঁজে পাবেন আপনার সেই অলৌকিক নাম যা আপনার ভাগ্যকে মুহূর্তেই বদলে দিতে পারে।যদি নিজের জীবনের এই চরম সত্যটি জানতে চান, তবে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন।

উপস্থাপক পরিচিতি:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক ও আমিল-এ-কামিল।আজ আপনাদের নিয়ে যাব আধ্যাত্মিক জগতের এমন এক গভীর স্তরে, যেখানে নাম এবং সংখ্যার খেলায় মানুষের তাকদিরের নতুন অধ্যায় রচিত হয়।

অধ্যায় ১: মহাজাগতিক অক্ষর ও সংখ্যার গোপন খেলা

মহাবিশ্বের প্রতিটি ধূলিকণা থেকে শুরু করে বিশাল নক্ষত্রমন্ডলী পর্যন্ত সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক নিয়মে চলছে যা মহান রবের এক অকাট্য সৃষ্টিরহস্য।আর এই রহস্যের মূল চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে আরবি বর্ণমালার প্রাচীন আবজাদ পদ্ধতির ভেতরে যেখানে প্রতিটি অক্ষরের একটি নির্দিষ্ট ওজন বা শক্তি রয়েছে।

যখন কোনো শিশুর নাম রাখা হয়, তখন সেই নামের অক্ষরগুলো বাতাসের কম্পনের মাধ্যমে একটি অদৃশ্য তরঙ্গ তৈরি করে যা সরাসরি আরশে আজিমের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চায়।প্রাচীন সুফি সাধকগণ জানতেন যে, নাম কেবল ডাকার জন্য নয়, বরং এটি একটি এনার্জি কোড যা মানুষের রুহানি জগতকে জাগ্রত করতে পারে বা ধ্বংস করে দিতে পারে।এই অধ্যায়ে আমরা জানবো কীভাবে

আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষরের পেছনে লুকিয়ে আছে আগুনের মতো শক্তিশালী বা পানির মতো শান্ত প্রভাব যা আপনার অজান্তেই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

অধ্যায় ২: আসমাউল হুসনা ও মানুষের রুহের সংযোগ

মহান আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি গুণবাচক নাম বা আসমাউল হুসনা হলো এই মহাবিশ্বের শক্তির মূল উৎস এবং প্রতিটি নামের আলাদা আলাদা ক্ষমতা বা মোওয়াক্কেল রয়েছে।যখন কোনো মানুষ তার নিজের নামের আবজাদ সংখ্যার সাথে আল্লাহর কোনো সিফাতি বা গুণবাচক নামের মিল খুঁজে পায়, তখন তার জীবনে এক অলৌকিক বৈদ্যুতিক সংযোগ তৈরি হয়।এই সংযোগটি এতটাই শক্তিশালী যে, এটি মানুষের মৃতপ্রায় আত্মাকে মুহূর্তের মধ্যে সজীব করে তুলতে পারে এবং তার চারপাশের পরিবেশকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলার ক্ষমতা রাখে।কল্পনা করুন, আপনার নামের সংখ্যার সাথে যদি 'আল-জাব্বার' বা 'আর-রাজ্জাক'-এর সংখ্যা মিলে যায়, তবে আপনার জীবনের প্রতিটি অভাব ও দুর্বলতা কীভাবে শক্তিশালী ক্ষমতায় রূপান্তরিত হতে পারে।আমরা অনেকেই সারাজীবন ভুল ওজিফা পাঠ করি, কিন্তু নিজের রুহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক নামটি না জানার কারণে আমাদের দোয়াগুলো যেন শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং কোনো ফলাফল আসে না।

অধ্যায় ৩: আবজাদ ইলমের হারানো ইতিহাস ও শক্তি

হাজার বছর আগে বাগদাদ এবং স্পেনের আধ্যাত্মিক গবেষণাগারে মুসলিম মনীষীরা এই ইলম-এ-জাফর বা সংখ্যার বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছিলেন যা দিয়ে তারা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পর্যন্ত বুঝতে পারতেন। এই জ্ঞান এতটাই সংবেদনশীল ছিল যে, গুরুরা তাদের যোগ্য শিষ্য ছাড়া অন্য কাউকে এই আবজাদ সারণী শেখাতেন না, কারণ ভুল প্রয়োগে মানুষের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। আবজাদ পদ্ধতি ব্যবহার করে নামের সংখ্যা বের করা মানে হলো নিজের আত্মার এক্স-রে রিপোর্ট হাতে পাওয়া, যার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন কেন আপনার জীবনে বারবার বিপদ আসছে বা কেন আপনি সফল হচ্ছেন না।এই অধ্যায়ে আমরা ইতিহাসের সেই ধুলোমাখা পাতা থেকে আবজাদের মূল সূত্রটি বের করে আনবো যা আপনার চিন্তার জগতকে পুরোপুরি উল্টে দেবে এবং আপনি নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করবেন।

অধ্যায় ৪: নিজের নামের সংখ্যা বের করার সঠিক পদ্ধতি

এখন সময় এসেছে কলম ও কাগজ হাতে নেওয়ার এবং নিজের নামের ভেতরের লুকানো সংখ্যাটিকে বের করে আনার, যা আপনার আধ্যাত্মিক পাসওয়ার্ড হিসেবে কাজ করবে।আবজাদ পদ্ধতিতে প্রতিটি

আরবি অক্ষরের একটি মান আছে, যেমন আলিফ-এর মান ১, বা-এর মান ২, জিম-এর মান ৩ এবং এইভাবে প্রতিটি অক্ষরের মান যোগ করে আপনার নামের মোট সংখ্যাটি বের করতে হবে।মনে রাখবেন, এই হিসাব করার সময় আপনার ডাকনাম বা মানুষের দেওয়া নাম নয়, বরং আপনার জন্মগত বা আকিকার নামটি ব্যবহার করতে হবে যা আপনার মূল পরিচয়ের সাথে জড়িত।যখন আপনি আপনার নামের প্রতিটি অক্ষরের মান যোগ করবেন, তখন যে চূড়ান্ত সংখ্যাটি বেরিয়ে আসবে, সেটি কোনো সাধারণ সংখ্যা নয়, বরং সেটি হলো আপনার রুহানি আইপি এড্রেস যা দিয়ে আপনি আসমানি সাহায্যের জন্য আবেদন করবেন।

অধ্যায় ৫: আল্লাহর নামের সাথে আপনার নামের মহামিলন

আপনার নামের মোট সংখ্যার সাথে আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নামের মধ্যে যে নামটির সংখ্যার হুবহু বা কাছাকাছি মিল রয়েছে, সেটিই হলো আপনার জন্য নির্ধারিত ইসমে আজম বা মহিমান্বিত নাম।ধরুন আপনার নামের সংখ্যা হয়েছে ১২৯, আর আল্লাহর 'ইয়া লাতিফু' নামের সংখ্যাও ১২৯, তখন বুঝবেন এই 'ইয়া লাতিফু' জপ করলেই আপনার জীবনের সব বন্ধ দরজা খুলে যাবে।এই মিলন ঘটার সাথে সাথে মানুষের শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ জাগে, কারণ তখন সে বুঝতে পারে যে সে আর একা নয়, বরং মহান রবের একটি বিশেষ

গুণ তার মধ্যে জাগ্রত হতে শুরু করেছে।এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে আপনি শিখবেন কীভাবে নিখুঁতভাবে এই জোড়া মেলাতে হয় এবং যদি হুবহু সংখ্যা না মেলে তবে কীভাবে নিকটবর্তী সংখ্যার নামটিকে বেছে নিতে হয়।

অধ্যায় ৬: বিশেষ সাধনা ও আমল করার গোপন নিয়ম

(সতর্কবার্তা: এই অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মটি অত্যন্ত শক্তিশালী, তাই পূর্ণ পবিত্রতা ও একাগ্রতা ছাড়া এটি করবেন না।)

আপনার নামের সাথে মিলে যাওয়া আসমাউল হুসনাটি কার্যকর করার জন্য আপনাকে টানা ৪১ দিনের একটি বিশেষ সাধনা বা চিল্লা পালন করতে হবে যা আপনার জীবনকে আমূল বদলে দেবে।

এই সাধনার নিয়ম হলো: প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের সময় উঠে অজু করে, ধবধবে সাদা পোশাক পরে, সুগন্ধি মেখে একটি অন্ধকার ঘরে পশ্চিমমুখী হয়ে বসতে হবে।

প্রথমে ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার পর, আপনার নামের সাথে মিলে যাওয়া আল্লাহর নামটি আপনার নামের সংখ্যার দ্বিগুণ পরিমাণ পাঠ করতে হবে, যেমন সংখ্যা ১২৯ হলে আপনাকে ২৫৮ বার পাঠ করতে হবে।

পাঠ করার সময় চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতে হবে যে, আসমান থেকে সেই নামের নূরের বৃষ্টি আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করছে এবং আপনার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ সেই নামের জিকিরে কম্পিত হচ্ছে।

এই সাধনা চলাকালীন মিথ্যা বলা, হারাম খাওয়া বা অবৈধ সম্পর্কে জড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অন্যথায় এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া বা রজত হতে পারে যা সহ্য করা কঠিন হবে।

অধ্যায় ৭: সাধনার সময় অনুভূত হওয়া অলৌকিক লক্ষণসমূহ

যখন আপনি এই সাধনায় মগ্ন থাকবেন, তখন প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার চারপাশে কিছু অলৌকিক পরিবর্তন বা গায়েবি ইশারা অনুভব করতে শুরু করবেন যা আপনাকে ভয়ে বা বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দিতে পারে।

আপনি হয়তো ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন, অথবা নির্জন ঘরে মনে হবে কেউ আপনার পাশে বসে আপনার সাথে জিকির করছে, এমনকি সুগন্ধি বা আলোর ঝলকানিও অনুভব করতে পারেন। এই লক্ষণগুলো দেখে ভয় পাওয়া যাবে না, বরং বুঝতে হবে যে আপনার সাধনা কবুল হচ্ছে এবং রুহানি জগতের দরজা আপনার জন্য ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে।

অনেক সাধক এই পর্যায়ে এসে ভয়ে আমল ছেড়ে দেন, কিন্তু আপনাকে হিম্মত রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে মহান আল্লাহ আপনার রক্ষক, তাই কোনো অশুভ শক্তি আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

অধ্যায় ৮: আমল পরবর্তী জীবনের অবিশ্বাস্য পরিবর্তন

৪১ দিনের এই সাধনা বা রিয়াজত শেষ করার পর আপনি দেখবেন যে, আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এক চুম্বকীয় আকর্ষণ তৈরি হয়েছে যা মানুষকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করছে।আপনার মুখের কথায় এমন এক ভার ও প্রভাব তৈরি হবে যে, মানুষ আপনার কথা ফেলতে পারবে না এবং আপনার রিজিকের ব্যবস্থা এমন উৎস থেকে হবে যা আপনি কল্পনাও করেননি।

যারা আপনাকে আগে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতো, তারা আপনার সামনে এসে শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে বাধ্য হবে কারণ এখন আপনি আর সাধারণ মানুষ নন, আপনি আল্লাহর একটি বিশেষ নামের ধারক।

এই পরিবর্তন শুধু দুনিয়াবী নয়, বরং আপনার ইবাদতে, নামাজে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক গভীর প্রশান্তি ও একাগ্রতা তৈরি করবে যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

অধ্যায় ৯: সাবধানতা ও এই জ্ঞানের অপব্যবহারের পরিণাম

আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জনের পর মানুষের মধ্যে অহংকার বা ক্ষমতার অপব্যবহার করার এক সুপ্ত বাসনা জাগতে পারে, যা একজন সাধকের পতনের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।যদি কেউ এই আবজাদ পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্যকে বশীভূত করতে চায় বা কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে এই পবিত্র নামগুলো ব্যবহার করে, তবে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং ধ্বংসাত্মক।

মনে রাখবেন, এই নামগুলো মহান আল্লাহর পবিত্র আমানত, তাই এর অপব্যবহার করলে আপনার অর্জিত সমস্ত শক্তি কেড়ে নেওয়া হবে এবং আপনি মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারেন।

তাই এই জ্ঞান শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে, নতুবা এই আগুনের স্পর্শে আপনি নিজেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন।

অধ্যায় ১০: পরম প্রাপ্তি ও ফানা ফিল্লাহর স্তর

আসমাউল হুসনার আবজাদ সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য কোনো দুনিয়াবী ক্ষমতা পাওয়া নয়, বরং নিজের নফসকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে বিলীন করে দেওয়া বা ফানা ফিল্লাহর স্তরে পৌঁছানো।

যখন একজন সাধক তার নামের সাথে আল্লাহর নামের পূর্ণ একাত্মতা অনুভব করেন, তখন তার নিজের বলতে আর কিছুই থাকে না, সে হয়ে ওঠে আল্লাহর রহমতের এক জীবন্ত মাধ্যম।

এই স্তরে পৌঁছালে মানুষের ভয়, দুশ্চিন্তা বা লোভ সব দূর হয়ে যায় এবং সে এক অনন্ত প্রশান্তির সাগরে ভাসতে থাকে যা মৃত্যুর পরেও তার সাথে থাকে।

এই ভিডিওর শেষে আপনাদের কাছে আমার আহ্বান, আসুন আমরা সবাই গণিত বা জাদু নয়, বরং মহান রবের নামের উসিলায় নিজেদের জীবনকে পবিত্র করি এবং এই গোপন জ্ঞানকে হৃদয়ে ধারণ করে সত্যের পথে অগ্রসর হই।

শিক্ষণীয় উপসংহার

প্রিয় দর্শক, নামের অক্ষরের এই খেলা কোনো জাদু নয়, এটি মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগত পরিচালনার এক সূক্ষ্ম বিজ্ঞান।আমরা জানলাম কীভাবে নিজের নামের সাথে আল্লাহর নামের সংযোগ ঘটিয়ে আত্মিক উন্নতি সাধন করা যায়।মনে রাখবেন, আমল ও নিয়ত পরিষ্কার থাকলে আল্লাহ অবশ্যই বান্দার ডাকে সাড়া দেন।

আজকের এই আলোচনা যদি আপনার রক্তে শিহরণ জাগিয়ে থাকে, তবে আমাদের আসন্ন মেগাক্লাস-এ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে

আরো গভীর ও রহস্যময় ১২টি টপিক, যা আপনার আধ্যাত্মিক জগতকে তোলপাড় করে দেবে।টপিকগুলো হলো:

১. ইলম-এ-জাফর: ভবিষ্যৎ জানার গোপন ইসলামিক পদ্ধতি।

২. রিজালুল গায়েব: অদৃশ্য আধ্যাত্মিক সাহায্যকারী ও তাদের ডাকার নিয়ম।

৩. লাউহে মাহফুজ: ভাগ্যলিপির গোপন সংকেত বোঝার উপায়।

৪. স্বপ্ন ও তাবির: সত্য স্বপ্ন দেখার ও ব্যাখ্যা করার আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান।

৫. জিন ও ফেরেশতা: মানুষের সাথে অদৃশ্য জগতের যোগাযোগের সঠিক মাধ্যম।

৬. নূরে বাতেন: অন্তরচক্ষু বা থার্ড আই খোলার ইসলামিক পদ্ধতি।

৭. হিসার ও সুরক্ষা: জাদু-টোনা ও বদনজর থেকে বাঁচার শক্তিশালী বেষ্টনী।

৮. ইসমে আজম: মহান আল্লাহর গোপনতম নাম ও তার প্রয়োগবিধি।

৯. মোরাকাবা ও ধ্যানে: আল্লাহর দিদার লাভের গভীরতম স্তর।

১০. রুহানি চিকিৎসা: কোরআনিক আয়াতে দুরারোগ্য ব্যধির নিরাময়।

১১. টেলিপ্যাথি ও রাবতা: আধ্যাত্মিক ভাবে দূরে থাকা কারো সাথে যোগাযোগের নিয়ম।

১২. ক্বলব বা হৃদয়ের শোধন: আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত স্তর ও আল্লাহর প্রেম।

এই মেগাক্লাস আপনাদের জীবন ও চিন্তার জগতকে বদলে দেবে ইনশাআল্লাহ।চোখ রাখুন আমাদের পরবর্তী আপডেটে।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন।

আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে

ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন।জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732